দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

হাইডেল ভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধুর নামে চেয়ার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি 'চেয়ার' স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে জার্মানিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি জাতির জনকের জীবন ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশদ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করছে। এ 'চেয়ার' স্থাপনের জন্যে বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছর ৫০ লাখ টাকা ব্যয় বহন করতে হবে।

এছাড়া আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সাহায্য-সহযোগিতায় হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিষয়ে এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা

চেয়ার ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৩

চেয়ার ঃ বঙ্গবন্ধুর নামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। এ সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা থেকে ইনস্টিটিউট দুজনকে বাছাই করেছে। এরা হলেন ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। এ দুজনকে জার্মানি যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনে বাংলাদেশ বিমান ঢাকা-ফ্রাংকফুর্ট-ঢাকা সেক্টরে দুটি সৌজন্যমূলক টিকিট দিয়েছে।

জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী আনোয়ারুল মাসুদ এ বছরের ১৫ই জুলাই জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে যান। ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ বিদ্যাপীঠটি ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৯৬২ সালে এখানে দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউট খোলা হয়। জার্মানির কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ইনস্টিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সাহায্য প্রদান। জার্মানির বাডেন-ডরটেমবার্গ প্রাদেশিক সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার ফলেই এ ইনস্টিটিউটটি চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, ১৯৭৮ সাল থেকে ভারত সরকার হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটকে প্রতিবছর ৬ মাস মেয়াদি একটি বৃত্তি দিয়ে আসছে। এছাড়া বাডেন-ডরটেমবার্গ প্রাদেশিক সরকারও ভারত বিষয়ক গবেষণার জন্য ১৯৮৬ সাল থেকে একটি বৃত্তি চালু করেছে। পাকিস্তান সরকারও এ ইনস্টিটিউটে 'আল্লামা ইকবাল' বৃত্তি চালু করেছে। একজন অধ্যাপক এ বৃত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অধ্যাপকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়ভার বাবদ ৪০ লাখ টাকা পাকিস্তান সরকার বহন করে থাকে।

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের কাছে দুটো প্রস্তাব দেন ঃ আনুমানিক বার্ষিক ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি 'চেয়ার' স্থাপন, এ বছরের বিজয় দিবসে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য-সহযোগিতায় এ ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর "জীবন দর্শন" ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় শীর্ষক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা। ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।

রাষ্ট্রদূতের এ দুটো প্রস্তাবই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেছেন।